ভারতে ইউরেনিয়াম দূষণের নতুন অধ্যায়

গেথিন চ্যাম্বারলাইন

প্রতিবেদনটি ২০০৯ সালের ৩০ আগস্ট গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত 'India's generation of children crippled by uranium waste'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। সবর্জনকথার জন্য অনুবাদ করেছেন মওদুদুর রহমান।

বামুন পা, অসম আকৃতির মাথা, অপরিণত মস্তিষ্ক কিংবা কথা না বলতে পারা শিশুর সংখ্যা পাঞ্জাবে বেড়েই চলেছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এর মূল কারণ আশপাশের কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো থেকে ছড়িয়ে পড়া দূষণ। এই দূষণের প্রকটতার যন্ত্রণায় এই শিশুদের কেউ কেউ শুধুই কাঁদে, কেউ বা অপলক তাকিয়ে থাকে, অদ্ভুত আচরণ করে। কারো কারো নিজেদের শরীরের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। এরা বড় হওয়ার সাথে সাথে মা-বাবার দুশ্চিন্তাও বাড়তে থাকে। সব চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়ে নিরাশ অভিভাবকরা তখন তাঁদের কল্পনার কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তির ওপর ভরসা খুঁজতে থাকেন।

বেশ কয়েক বছর ধরেই ক্যান্সার, অঙ্গ এবং মানসিক বিকৃতির মতো জটিল জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মানো বাচ্চাদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় পাঞ্জাবের বাথিন্দা আর ফরিদকোট এলাকার চিকিৎসকরা বুঝতে পারছিলেন যে এলাকায় ভয়ংকর কিছু একটা ঘটছে। ধীর বিষক্রিয়ার কারণেই এমনটা হচ্ছে বলে তাঁরা প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করছিলেন। প্রকৃত কারণের বিষয়ে সকলেই ছিলেন অন্ধকারে। কিন্তু যখন জার্মানি থেকে আগত পরিদর্শক দলের তত্ত্বাবধানে জার্মানির গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় তখনই এই আসল কার্যকারণ সকলের সামনে চলে আসে। ওই পরীক্ষা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করে দেয় যে দেহে সাধারণ মাত্রার চেয়ে ৬০ গুণেরও বেশি বিষাক্ত ইউরেনিয়ামের উপস্থিতিই ভুক্তভোগী শিশুদের দুরবস্থার প্রধান কারণ। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো, পাঞ্জাবে কোনো ইউরেনিয়ামের খনিই নেই! তাই কী করে এমন শত শত শিশু ইউরেনিয়াম বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হলো এটা নিয়ে শুরু হয় ব্যাপক আলোচনা। বিপরীতে ভারত সরকার এই প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা শুরু করে। স্থানীয় হাসপাতালের কর্মরত ডাক্তার-নার্সরা এ বিষয়ে মুখ খুললে শাস্তি পেতে হবে–এমন হুমকি পাওয়ার অভিযোগ আনেন। দক্ষিণ আফ্রিকার যে বিজ্ঞানীর মুখ্য ভূমিকার কারণে ইউরেনিয়াম বিষক্রিয়ার বিষয়টি উদ্‌ঘাটিত হয়, তাঁকে দেশে ফিরে যেতে না দেয়ার মতো হুমকিও দেয়া হয়!

এমন হুমকি-ধমকি, ভয়ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও নানা পর্যায়ে অনুসন্ধান অব্যাহত থাকে। পরিশেষে জানা যায় যে পাঞ্জাবের কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়া উচ্চ মাত্রার তেজস্ক্রিয়াসম্পন্ন ফ্লাই অ্যাশের দূষণই এই এলাকায় ইউরেনিয়াম বিষক্রিয়ার কারণ।

এমন হুমকি-ধমকি, ভয়ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও নানা পর্যায়ে অনুসন্ধান অব্যাহত থাকে। পরিশেষে জানা যায় যে পাঞ্জাবের কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়া উচ্চ মাত্রার তেজস্ক্রিয়াসম্পন্ন ফ্লাই অ্যাশের দূষণই এই এলাকায় ইউরেনিয়াম বিষক্রিয়ার কারণ। প্রতিটি আক্রান্ত শিশুর দেহেই এই তেজস্ক্রিয়ার মারাত্মক উপস্থিতি দেখা গেছে। সেই সাথে ওই এলাকার পানিতেও সাধারণ মাত্রার চেয়ে ১৫ গুণ বেশি ইউরেনিয়ামের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রায় আড়াই কোটি জনসংখ্যার পুরো পাঞ্জাব রাজ্যেই এই বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ছে বলে অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে। ভারতে উৎপাদিত ৪০ শতাংশ ধান আর দুই-তৃতীয়াংশ গমের জোগানদার পাঞ্জাব রাজ্যের এই ভয়াবহ বিষক্রিয়ার অনুসন্ধানী গবেষণার ফলাফল শুধুমাত্র ভারতের জন্যই নয়, বরং চীন, রাশিয়া, জার্মানি, যুক্তরাজ্যসহ যেসব দেশে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে সকলের জন্যই ভয়াবহ ও শিক্ষণীয়।

অসুস্থ শিশুদের অধিকাংশকেই বাথিন্দা এলাকার 'বাবা ফরিদ সেন্টার' নামক বিশেষায়িত কেন্দ্রে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে, যেখান থেকে খুব কাছেই দুটি কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। ফরিদকোট ক্লিনিকের পরিচালক ডাক্তার প্রীতপাল সিং জানান যে দূষণে আক্রান্তদের সংখ্যা গত ছয়-সাত বছরে হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে। কিন্তু এর বিপরীতে সরকারের আশ্চর্য রকমের নীরবতার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি স্বীকার করে নিলে তো কেবলমাত্র দূষণ আক্রান্ত শিশুদের বিষমুক্ত করার দায়িত্ব নিলেই হবে না, বরং তখন সরকারকে পুরো পাঞ্জাবকেই বিষমুক্ত করার দায়িত্ব নিতে হবে।' তাই এ বিষয়ে সংশিষ্ট সকলকে ক্রমাগত হুমকি দেয়ার বিষয়টি উলেখ করে তিনি বলেন, 'এ বিষয়টি নিয়ে বেশি হইচই করলে আমাদের ক্লিনিক বন্ধ করে দেয়া হবে বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।' কিন্তু এ বিষয়ে কোনো হুমকিতেই তাঁকে থামানো যাবে না বলে জানিয়ে তিনি বলেন, 'আজকে যদি আমি চুপ হয়ে যাই, তবে কাল আমার বাচ্চাও এই বিষের কবলে পড়বে। নিজের চোখের সামনে তো এমন মৃত্যু মেনে নেয়া যায় না।'

ফরিদকোট সেন্টারে আসা ১৫ বছর বয়সী হারমানবীর কাউরের মা কুল্বীর কাউর তাঁর চোখের সামনে সুস্থ স্বাভাবিক সন্তানকে কয়েক বছরের ব্যবধানে ইউরেনিয়ামের বিষক্রিয়ায় শীর্ণকায় হয়ে যেতে দেখার বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে অসহায় কণ্ঠে বলেন, 'ভগবানই জানে কী পাপের সাজা আমার এমন করে বইতে হচ্ছে! গ্রামের সকলে বলত যে কারো অভিশাপের কারণেই এমনটা হয়েছে, কিন্তু আমি তা কখনোই বিশ্বাস করিনি।' পুরো এলাকাটিতেই এখন এই বিষের উপস্থিতি ধরা পড়েছে জানিয়ে বলেন, 'আমরা কখনোই ভাবিনি যে এমন করে এই বিষ আমাদের সন্তানের শরীরে ঢুকে যাবে।'

বাথিন্দা এলাকার বাসিন্দা সুখমিন্দার সিং পেশায় কৃষক। তাঁর ১৩ বছর বয়সী ছেলে কুলিন্দরের শরীরে সাধারণ মাত্রার চেয়ে ১৯ গুণ বেশি ইউরেনিয়াম ধরা পড়েছে। বেঁকে যাওয়া হাত আর পা সারাতে এরই মাঝে সাতটা অপারেশন হয়েছে। কিন্তু অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। সরকারকে এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, 'ওরা কিসের জন্য অপেক্ষা করছে? ওরা আর কত শিশুকে এমন অবস্থায় দেখতে চায়? বছরের পর বছর ছেলের এই নরকভোগী যন্ত্রণা দেখে টিকতে না পেরে প্রায়ই আমার স্ত্রী কাঁদে আর ভগবানকে নালিশ জানায়।'

১৫ মাস বয়সী দোনী চৌধুরী অপরিণত মস্তিষ্কজনিত ত্রুটি নিয়েই

জন্মেছে। ওর পাও অকেজো। দোনীর মা নিলাম অসহায় কণ্ঠে বলেন, 'আমার সন্তানকে সারা জীবন অপরের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হবে। আমি চলে যাওয়ার পর ওকে কে দেখবে? ও যখন বুঝতে শুরু করবে যে ওর পা আর কখনোই ভালো হবে না, তখন ওর কেমন লাগবে!'

কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ ব্যবস্থার মধ্যে থেকে কয়লার এমন ভয়াবহ বিষক্রিয়ার ব্যাপারে ভারত সরকারের এই নির্বিকার অবস্থান দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু কয়লা সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার পক্ষে সুবিধাজনক। এ কারণে সরকারি কোনো দাপ্তরিক রিপোর্টেই এই ভয়াবহ পরিস্থিতির ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। এমনকি আণবিক শক্তি সংস্থার বিজ্ঞানীরা ওই এলাকা ঘুরে এসে রিপোর্টে লিখেছিল যে এলাকার পানিতে কিছু বাড়তি মাত্রার ইউরেনিয়াম থাকলেও এটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। অথচ লেরা মহাবাত অ্যাশ পন্ডের (ছাইয়ের পুকুর) কিছুমাত্র দূরের গ্রামে ইউরেনিয়ামের উপস্থিতি বলছে যে ওই গ্রামের বাসিন্দাদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি সাধারণ অবস্থার চেয়ে ১৫৩ গুণ বেশি!

যেসব বিজ্ঞানী পাঞ্জাবের মাটি-পানিতে ইউরেনিয়ামের উপস্থিতি নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁরা 'কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়নি' বলে রায় দেয়া সরকারি রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেছেন। অমৃতসরের গুরু নানক দেব বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তুতন্ত্র বিষয়ক গবেষক সরকারের নির্লিপ্ততার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'যদি সরকার এই উচ্চমাত্রার ইউরেনিয়ামের উপস্থিতি স্বীকার করে নেয় তবে তা বর্তমান পরিস্থিতি নিজেদের জন্যই জটিল করে তুলবে। তাই তারা এ বিষয়ে মুখ খুলছে না।' এ বিষয় নিয়ে কাজ করা সেচ অধিদপ্তরের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী বিজ্ঞানী ডক্টর ঢিলন জানান যে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকেই এ বিষ ছড়িয়েছে এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে অ্যাশ পন্ডের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার অবর্তমানেই এই মারাত্মক দূষণ ছড়িয়ে পড়েছে বলে তিনি মনে করেন।

ভুক্তভোগীদের বর্ণনা, চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসা কার্যকারণের বৈধতায় আরো নিশ্চিত হওয়া গেছে রাশিয়ার শীর্ষস্থানীয় পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র কুচাটভ ইনস্টিটিউট, মস্কো থেকে প্রকাশিত জার্নালে এ বিষয়ক অনুসন্ধানী গবেষণার ফলাফলে। এই জার্নালে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর নিরাপত্তাজনিত ত্রুটি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দেয়া হয় যে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত ধোঁয়া ও ছাইয়ের নিঃসরণ আশপাশের পুরো অঞ্চলকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে।

মূল প্রতিবেদন লিংক : https://www.theguardian.com/world/2009/aug/30/india-punjab-children-uranium-pollution]

ডিজাইন: মিতা মেহেদী

আলোকচিত্র: আমিরুল রাজিব